একুশ

স্বাস্থ্য-সাহিত্য-কলাম-বিচিত্রা

www.Ekush.info

818-941-3876

"বাফলা"

একুশ ঃ আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন।
রাজা ঃ ভালো না।
একুশ ঃ কেন ?

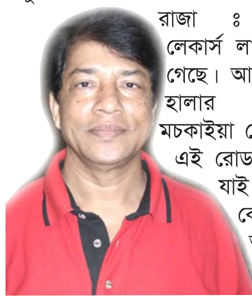

রাজা ঃ রাতে ঘুম হয়নি, লেকার্স লাস্ট নাইটে হাইরা গেছে। আচ্ছা কনতো দেহী, হালার গেসুলের পাড়া মচকাইয়া গেছে অহন কেমনি এই রোড ট্রিপে জিতবো ? যাই হোক কি খবর, কেমন আছেন ?
একুশ ঃ জানি আপনার মন খারাপ। তকুও একটু সময় দিন, কথা বলবো।
রাজা ঃ কন কি কইবেন, হালার কবি ব্রাইন একা কি করবো। সষা, ফারমারের একটা সট্ও পারফেক্ট হইতাছে না।
একুশ ঃ আই নো ইউর ফ্রাসটেশন। আমি একটি প্রশ্ন করবো, উত্তর দিন প্লিজ।
রাজা ঃ কন।
একুশ ঃ বাফলা সম্পর্কে কিছু বলুন।
রাজা ঃ বাফলা সংগঠন এরা ভালো কাজ করছে, অন্তত: দেশের সংস্কৃতিকে এই প্রবাসীদের মধ্যে তুলে ধরছে রীতিমত। আমরা এই প্যারেডে থাকবো তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, যারা স্বাধীনতা বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সে সমস্ত সংগঠন না থাকলে খুশী হবো।

জনাব মাহবুব খান:

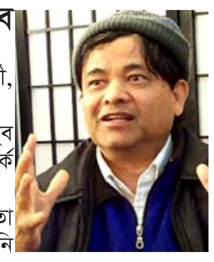

বাফলার অন্যতম কর্মী, সংগঠক।
একুশ ঃ জনাব মাহবুব সাহেব, বাফলা সম্পর্কে কিছু বলুন।
মাহবুব ঃ বাফলা অর্থতো বিশাল। তবে আপনি যখন অল্প কথায় বলতে বলেছেন তা হচ্ছে বাংলাদেশকে উচ্চ করে এই আমেরিকানদের সামনে তুলে ধরা। দেশ, জাতির গর্বকে সম্মান দেওয়া।
একুশ ঃ আপনাদের সেদিনকার একটি আলোচনা সভায় হট্টগোল সৃষ্টি হওয়ার সম্পর্কে কিছু বলুন।
মাহবুব ঃ ভালো কাজেতো বাধা আসবেই। সেটা খুব কুলব্রেনে ট্যাকেল করা, আর সেটাই হচ্ছে সংগঠকদের বুদ্ধির পরিচয়।
একুশ ঃ আপনার কি মনে হয় বেশীরভাগ বাংলাদেশীরা আপনাদের সঙ্গে থাকবেন না।
মাহবুব ঃ কি বলেন, প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। শুধু একজন আমাদের বিপক্ষে, তবে হ্যা তার একদিন ভুল ভাঙবে।

বাফলা আসন্ন কর্মসূচী নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা সাইফুর রহমান ওসমানী জিতুর কাছে..
একুশ ঃ বাংলাদেশ ডে প্যারেড সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?
জিতু ঃ আমরা যে যেখানে থাকি না কেন দেশের জন্যে কিছু একটা করা এটা হচ্ছে জাতীয়তাবোধ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসার একটি বিশেষ পরিচয়। অবশ্যই বাফলার এই পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাই।

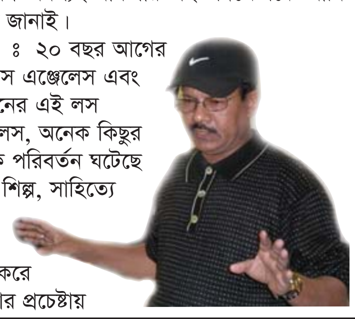

একুশ ঃ ২০ বছর আগের এই লস এঞ্জেলেস এবং বর্তমানের এই লস এঞ্জেলেস, অনেক কিছুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ শিল্প, সাহিত্যে এবং হঠাৎ করে আপনার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রেডিও লস এঞ্জেলেস বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি ?
জিতু ঃ অর্থনৈতিক সাহায্য নেই বলে। দেখুন আপনাদের সবার প্রচেষ্টায় একুশ একটি মানসম্পন্ন পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত খুশী। আশা রাখি প্রবাসী সবাই যদি এগিয়ে আসেন তবে রেডিও পুনরায় শুরু করতে পারবো বলে আমার আত্মবিশ্বাস রয়েছে।
একুশ ঃ আমাদের প্রত্যাশা বাংলার সংস্কৃতি সবাই মিলে উজ্জীবিত করতে পারবো।
জিতু ঃ ব্যক্তিগত রেষারেষি দূর করে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে গেলে আমরা সবাই উপকৃত হবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দেলোয়ার হোসেন দিলির:

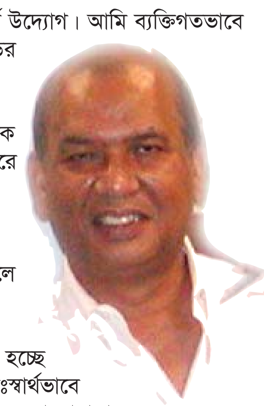

একুশ ঃ বাংলাদেশ ডে প্যারেড সম্পর্কে আপনার মতামত।
দিলির ঃ অপূর্ব উদ্যোগ। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ডে প্যারেডের সার্থকতা কামনা করছি।
একুশ ঃ অনেকে দ্বিমত পোষণ করে আসছে, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।
দিলির ঃ আসলে আমাদের মধ্যে চেয়ারে কিভাবে বসা যায় সেটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। নিঃস্বার্থভাবে দেশ এবং জাতিকে ভালোবাসার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ ডে ২০০৮ - উক্তি

"প্যারেড সফল হোক, সুন্দর ও সার্থক হোক। সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় প্যারেডটি উল্লেখযোগ্য হোক বাংলাদেশীদের সৌজন্যে"।

শিপার চৌধুরী
সমাজসেবী

"আমেরিকান সমাজে বাংলাদেশীদের উজ্জ্বল পদচারণা যত বেশী হয় ততই ভালো। বাংলাদেশ ডে প্যারেড সফল হোক এবং দীর্ঘস্থায়ী দীপ্তি ছড়াক"।

বশির আথার
সমাজসেবী

"বাংলাদেশ ডে প্যারেডের মতো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশী আমেরিকানরা মেইনস্ট্রীমের সাথে সগর্বে একাত্ম হোক"।

ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
চিকিৎসক

"বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে অবজ্ঞা করে এমন কোন মহল যেন প্যারেডে অংশ নিতে না পারে আয়োজকদের সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খন্ডিত একতায় সম্মিলন হয় না"।

শামসুল সেলিম
ব্যবসায়ী

বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ নোংরা শহর

ঢাকা শহর

◁ প্রথম পাতার পর:

এতে ঢাকার স্কোর দাঁড়ায় ২৯.৬ পয়েন্ট। নোংরা শহরের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তনানারিভো। চতুর্থ ও পঞ্চমস্থানে রয়েছে যথাক্রমে হাইতির রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স এবং মেক্সিকো সিটি। বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে কানাডার ক্যালগেরী, যার স্কোর ১৩১.৭। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তীব্র যানজট ও গাড়ীর কালো ধোঁয়া যেন ঢাকার প্রতিদিনের চিত্র। যদিও বিশ্বব্যাংকের এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অর্থিক সহায়তার পরিকল্পনা নিয়েছে। ফোবস ম্যাগাজিন ধনী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশসহ বিভিন্ন সমীক্ষা প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে।

"নতুন প্রজন্মেরা আমাদের জাতীয় পতাকাকে সমুন্নত রাখার মানসিক প্রস্তুতি এই প্যারেড থেকেই পাবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম ও মূলধারার সাথে সেতুবন্ধনের প্রথম দুয়ার হলো এই প্যারেড"।

সালেহ কিবরিয়া
প্রকৌশলী

মল্লিকা বাঁচতে চায় পরের তরে বাড়িয়ে দেয়া দু'হাত আজ অন্যের কাছে হাত পেতেছে

লস এঞ্জেলেস সংবাদদাতা

যাদের দু'হাত ছিলো অন্যের জন্য সদা প্রসারিত, তারাই আজ হাত পেতেছে সবার কাছে। মল্লিকা আলী, চারপাশের দুঃখ কষ্ট যাকে স্পর্শ করতো নিবিড়। স্বামী জুলফিকার আলীকে নিয়ে ছুটে যেতেন বিপদগ্রস্ত পরিচিতজনদের সাহায্যে, থাইরয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনিই এখন দ্বিধাগ্রস্ত হাত পেতেছেন পরিচিত অপরিচিত সবার কাছে কেবল বেঁচে থাকার দুর্নিবার তাগিদে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই মরণব্যাধি ক্যান্সার তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে চরম নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি। ৩/৪ বছর ধরে ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ যোগাতে সম্পন্ন পরিবারটির সবকিছুই খোয়া গেছে। ডাক্তার বলেছে বিদেশে উন্নততর চিৎিসা ছাড়া তাকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু সে সামর্থ্য তাদের আর নেই। ঘরে একমাত্র কন্যা তিন বছর বয়সী ফুটফুটে শিশু মহিমা। পরোপকারী এ পরিবারটির দুর্দশা দেখে হু হু করে উঠছে পরিচিতজনদের বুক। আমেরিকার বিভিন্ন শহরেও রয়েছে তাদের অনেক বন্ধু, গুণগ্রাহী। এমনই একজন সহমর্মী লস এঞ্জেলেসের সুপরিচিত সমাজসেবক শফিউল আলম বাবু (৮১৮-৩৯০-১৩৩২)। তিনি সবার প্রতি করজোড়ে অনুরোধ জানিয়েছেন মল্লিকা আলীকে বাঁচিয়ে তুলতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে। আসুন আমরা মল্লিকা আলীর পাশে দাঁড়াই। তাকে ফিরিয়ে দেই তার পরিচিত পৃথিবী। রূপ-রস-গন্ধ মহিমাকে ফিরিয়ে দেই তার মাকে। তা না হলে মল্লিকাকে ক্রমশই গ্রাস করবে মৃত্যুর নিশ্চিত অন্ধকারে।
মল্লিকা আলীর চিকিৎসা তহবিলের একাউন্ট ঃ

NAME= MRS. MULLICA ALI
HUSBAND = MD. ZULFIQUR ALI
DISEASE = THAIROID CANCER
BANK = H S B C
ANCHOR TOWER, SONARGAON ROAD, DHAKA- 1205
ACCOUNT NO =
SB # 001084359001.
(ঠিকানা প্রতিবেদন)

বিশ্ব নারী দিবস ২০০৮

৬ পাতার পর

হত্যার পাশাপাশি আত্মহত্যা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যা প্রতিদিন খবরের কাগজ হাতে নিলে প্রমাণ মিলে। প্রতি বছর নারীদের বিশেষ বিশেষ দিবস উদযাপিত হয় এবং নারীদের অধিকার আদায়ের সুকণ্ঠে ডাক আসে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের পল্লী এলাকায় কোটি কোটি পল্লীবালার ঐ প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনতে পায় না। তাই বিশ্ব নারী দিবস ৮ মার্চ নারীদের নির্যাতনের প্রতিবাদের দিবস হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত যা বিগত ১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টোনক্রাফট নামে এক ইংরেজ মহিলা "ভিনভিকেশন অফ দি রাইটার্স অব ওম্যান" নামক একটি গ্রন্থে নারী মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

নারী আন্দোলনের একটি বিশেষ দিন ৮ মার্চ। নারী আন্দোলনের স্বীকৃতি দিতে এই দিনটি বেছে নেন বিশিষ্ট সমাজতন্দ্রি নেত্রী ক্লারা জেটলিন।। ১৯১০ এর আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি প্রস্তাব করেন বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ৮ মার্চ চিহ্নিত হোক আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে। ১৯১১ সাল থেকে শ্রমিক নারীরা স্বউৎসাহে এ দিনটি পালন করতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কে বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ১১ থেকে ১০ ঘন্টা করার এবং মজুরী বাড়ানোর দাবীতে কাতারে নারী শ্রমিক এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল নারী সমাজে সেই দুঃখ এখনও বিদ্যমান।

সিডও, বেইজিং সনদ বিশ্ব বাজারে কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে ?

সনদগুলো একবার পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। সনদ বইয়ে থেকে যাচ্ছে আসলে কি হচ্ছে নারীদের উপর ? জাতিসংঘের ৫০ বছর পার হয়েছে। সারা বিশ্বকে এক সূতোয় গাঁথতে জাতিসংঘ তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সার্বিক অস্থিতিশীলতা, পশ্চাৎপদতা দূর তথা মানবগোষ্ঠীর সকল অংশের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এইসব সংস্থা হয়তো সফল হয়নি তবে প্রচেষ্টা আছে। নারী সংগঠনসমূহ ও সচেতন নারীদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালকে "বিশ্ব নারী বর্ষ" হিসাবে ঘোষণা করেছিল জাতিসংঘ। এর পাশাপাশি মেক্সিকোতে বিশ্ব নারী সম্মেলন করে বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের জন্য বাস্তব কাজের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী (Mexico plan of Action) গ্রহণ করা হয়। শতাব্দীর প্রাচীন পশ্চাৎপদতা, নারীর প্রতি অবহেলা, উদাসীনতা ও বৈষম্য দূর করতে জাতিসংঘ সমতা উন্নয়ন ও শান্তি এই শ্লোগানের ভিত্তিতে ১৯৭৬ঙ্ক৮৫ এই সময়কালে নারী দশক ঘোষণা করে নারী উন্নয়নের এক দশকের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হলেও বাস্তবিকভাবে দেখা যায় বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি বৈষম্য রয়েই গেছে।

এর কারণে নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান সকর বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ অবসান" এর জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। তা হলো নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা Convention of the Elimination of all forums of Discrimination against Women (C E D A W) সংক্রান্ত কনভেনশন প্রণয়ন ও অনুমোদন করা।

সংক্ষেপে সিডও হচ্ছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত মানবাধিকার সম্পর্কিত একটি সার্বজনীন আন্তর্জাতিক দলিল যার মূল বক্তব্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নিশ্চয়তা বিধানের আবশ্যিকতা এবং নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান। সিডও সনদের মূল মর্মবাণী হচ্ছে সভ্যতা ও মানব সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সকল ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা এবং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন করা।

এই লক্ষ্যে বাস্তবায়নে সকল রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনবোধে আইন তৈরী করা, প্রচলিত আইনের সংস্কার সাধন এবং আইন প্রণয়নের জন্য বাস্তব পরিবেশ ও তথা প্রশাসনিক ও সামাজিক ভিত্তি তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা এই সনদে উল্লেখিত রয়েছে। সিডও সনদে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। এর প্রথম ১৬ ধারা নারী-পুরুষের সমঅধিকার সংক্রান্ত, ১৭-২২ ধারার দলিলে নারীর জন্য যে শর্তগুলো বিবৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য সিডও কমিটি গঠন ও কমিটির কর্মপন্থা নির্দিষ্ট রয়েছে। ২৩-৩০ ধারায় সনদের প্রশাসনিক বিধিমালা - সনদে স্বাক্ষরদান বা সমর্থন করার পদ্ধতিগত বিষয় এবং স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রের জন্য করণীয় বিষয় ও জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকা ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে। রাষ্ট্র ও সনদ সম্পর্ক সংক্রান্ত অদ্যাবধি বিশ্বের ১৭৫টি দেশ এই সনদটি অনুমোদন দিয়েছে এবং স্বাক্ষরদান করেছে (২০০৩-এর হিসাব মতে)। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এ সনদে স্বাক্ষর করে এবং এটির অনুসৃত নীতিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে।

উন্নত প্রযুক্তি বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিলেও পৃথিবীর কোটি কোটি নারী এখনও জানে না, জানলেও উপলব্ধি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, শুধুমাত্র তাদের জন্য একটা দিন পালন করা হয়। বিশ্বের ৮৭৬ মিলিয়ন নিরক্ষর মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ নারী। দক্ষিণ এশিয়ার ১৫ বছরের উর্ধ্ব মেয়েদের শতকরা ৬৩ ভাগ কখনো পড়তে ও লিখতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ওসেনিয়ার শতকরা ৬৩ ভাগ মেয়ের কোন স্বাক্ষর জ্ঞান নেই। উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার অর্ধেকেরই বেশী নারী নিরক্ষরতার অন্ধকারে বাস করছে। অপরপক্ষে যারা নূন্যতম পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে তারাও পুরুষের সমানাধিকার পাচ্ছে না। আবার একইভাবে মজুরী বৈষম্যের শিকার পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের শ্রমজীবি নারী, এমন কি চাকুরীজীবি নারীও। এই বঞ্চনার অনুপাত ১০০ : ৭৫। অথচ পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের অন্তত্পক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য নারীরা উৎপাদন করে।

জাপানে শতকরা ৩৫ জন কর্মজীবি নারী স্বীকার করেছেন কর্মস্থলে তারা কোন না কোনভাবে যৌন পীড়নের শিকার হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৪৭ জন কর্মজীবি নারী চাকুরী ক্ষেত্রে নানা ধরণের বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। এখনও অনেক দেশে মাতৃকালীন ছুটি বিষয়ে সরকারী কোন নীতি নেই। একজন নারীবাদী বলেছিলেন, নারী মুক্তি সেদিন হবে যেদিন পৃথিবীতে একটিও পতিতা থাকবে না, একজনও পতিতা থাকবে না। অথচ এই পতিতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের চরম অবমাননাকর এ পেশা বেশ কিছু দেশে বৈধ। কিছুদিন আগে বৃটেনে পতিতালয়বৃত্তির স্বীকৃতি দিয়েছে। তালেবান আমলে মহিলাদের বাইরে কাজ করা নিষিদ্ধ হলেও পতিতালয় ঠিকই ছিল। জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী যে সকল অঞ্চলে তাঁবু গেড়েছে তার আশেপাশে নির্বিঘ্নে গড়ে উঠেছে পতিতালয়। পতিতাবৃত্তি করার জন্য নারী পাচার হচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এর ফলে মারাত্মক ব্যাধি এইডস ছড়াচ্ছে এ সকল পতিতালয় থেকে। প্রতি পাঁচ জনে একজন নারী কোন না কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীরা সব সময় অবহেলিত। না পাওয়ার ইতিহাসে তাদের কাহিনী। পাওয়ার মধ্যে আছে একটা দিন ৮ মার্চ। আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে প্রতিটি সমাজ, রাষ্ট্রে, পরিবারে নারীদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলি। যত প্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলি।

মার্কিন রাজনীতিকদের সেক্স কেলেংকারী এবং মুকুট হারানো কয়েকজনের কথা....

গার্ল গন ওয়াইল্ড ভিডিওতে ইলিয়ট স্পীটজারের কলগার্ল অ্যাশলি আলেকজান্দ্রা ডুপ্রি ।

প্রথম পাতার পর:

দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তবে অনিয়ম আর যৌনবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার কোনো ব্যক্তি যখন নিজেই ওই অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তখন তাকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। নিমিষেই এমন ব্যক্তির সব দম্ভ ও মানসম্মান ধুলোয় মিশে যেতে পারে। আর তিনি বোকা বনে গিয়ে হতে পারেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিরোধী বা সমালোচকরাও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু থাকে না। এমনি কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

স্টেট প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার অঙ্গিকারে দায়িত্ব গ্রহণের ১৪ মাস পরই বিদায় নিতে হলো সেক্স কেলেংকারিতে লিপ্ত থাকার দায় নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্ণর ইলিয়ট স্পীটজারকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে এটাই মার্কিন রাজনীতিতে প্রথম পদত্যাগ নয়। আরো বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর পদত্যাগের ঘটনা অবলোকন করেছেন আমেরিকানসহ সারাবিশ্বের সচেতন মহল। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সুপার পাওয়ার হিসেবে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করতে চাওয়ায় তাকে ইমপিচের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও সেটি রাজনৈতিক কারণে সম্ভব হয়নি। তবে বিল ক্লিন্টনের চারিত্রিক অধঃগতির ব্যাপারটি ইতিহাসের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

গত বছরের জুন মাসে আইডাহোর সিনেটর (রিপাবলিকান) ল্যারী ক্রেইগ গ্রেফতার হয়েছিলেন মিনিয়েপলিস এয়ারপোর্টের টয়লেটে আরেক ব্যক্তির সাথে যৌন সংশ্রবের অপরাধে। এটা ধরা পড়ে ঐ এয়ারপোর্টে গোয়েন্দা তৎপরতার সময়। এ অভিযোগের কথা স্বীকারও করেন সিনেটর। এহেন অপকর্মের জন্যে সিনেট এ্যাথিক কমিটি তার সমালোচনা করেছে। সে সময় তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে পদত্যাগের বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

লুইজিয়ানার রিপাবলিকান সিনেটর ডেভিড ভিটারের বিরুদ্ধে গত বছরের জুলাই মাসে গুরুতর অভিযোগ উঠে যে তিনি ওয়াশিটন ডিসির একটি পতিতাগ্রম্নপের সাথে যুক্ত। তা তিনি স্বীকারও করেছেন। তবে পদত্যাগ করেননি।

ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মার্ক ফলি ২০০৬ সালে পদত্যাগ করেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি ক্যাপিটল হিলে কর্মরত তারই ইন্টার্ন স্টাফকে সেক্সুয়াল ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন।

নিউজার্সীর ডেমক্র্যাট গভর্ণর জেমস ম্যাকগ্রীভি ২০০৪ সালে পদত্যাগ করেন নির্বাচিত হওয়ার মাত্র দু'বছরের মাথায়। স্টেট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত এক ব্যক্তির সাথে ম্যাকগ্রীভির সমকামিতার অভিযোগ উঠার পরই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

হোয়াইট হাউজের ইন্টার্ন মনিকা লিউনিস্কির সাথে যৌণ সম্পর্কের জের হিসেবে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে ইমপিচের মুখোমুখী হয়ে হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। কেননা ২১ বছর বয়েসী মনিকার সাথে সেক্সের ব্যাপারটি তিনি গোপন করেছিলেন ফেডারেল তদন্ত কর্মকর্তার কাছে। শপথ গ্রহণের পরও সত্যকে গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি। এ নিয়ে সারাবিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। হোয়াইট হাউজ থেকে ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারিতে বেরিয়ে যাবার পরও মনিকা লিউনিস্কির ঘটনা তাকে এবং তার পরিবারকে ক্ষণে ক্ষণেই বিব্রত করছে।

একইভাবে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পীকার (রিপাবলিকান) নিউট গীঙরীচকেও অন্য মহিলার সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আর সে বিষয়টি ফাঁস হয় এমন সময়ে যখন তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের অনৈতিক আচরণের জন্যে কংগ্রেসে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

ওরেগণ থেকে রিপাবলিকান সিনেটর বব প্যাকোড ১৯৯৫ সালে সিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। টানা ২৬ বছর সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিরস্কারের মুখোমুখী হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কমপক্ষে ১৭ জন মহিলার সাথে সেক্স করার অভিযোগে। এছাড়া অনৈতিকতার আরো অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

ম্যাসেচুসেটস স্টেটের ডেমক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান বার্ণি ফ্র্যাঙ্ক ১৯৯০ সালে পদত্যাগ করেন। কারণ তিনি ছিলেন সমকামী এবং তারই বাসায় সে ধরনের ব্যবসা চালাচ্ছেন তার একজন প্রেমিক।

কলরাডোর ডেমক্র্যাট সিনেটর গ্যারী হার্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং ১৯৮৭ সালে নির্বাচনী প্রচারণাকালেই ফাঁস হয় যে তিনি এমন মহিলার সাথে রাত্রি যাপন করছেন যিনি তার স্ত্রী নন। এ অবস্থায় নির্বাচন থেকেই শুধু সরে দাঁড়াতে হয়নি, সিনেট থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

ইলিনয়েস স্টেটের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ড্যান ক্র্যাইন এবং ম্যাসেচুসেট্স স্টেটের ডেমক্র্যাট কংগ্রেসম্যান গেরী স্টাডসকে হাউজ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে ১৯৮৩ সালে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের কারণে।

আরকানসাসের কংগ্রেসম্যান (ডেমক্র্যাট) উইলবার মীল্‌স (যিনি হাউজে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েজ এন্ড মীন্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন) গ্রেফতার হয়েছিলেন ভ্রাম্যমান পতিতার সাথে ১৯৭৪ সালে। এজন্যে তাকে কংগ্রেস থেকে অবসর নিতে হয়।

এদিকে নিউইয়র্ক স্টেটের নতুন গভর্ণর ডেভিড পেটারসনও কয়েক বছর আগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনিও বিবাহ বর্হির্ভূত সম্পর্ক গড়েছিলেন কয়েকজন মহিলার সাথে। স্ত্রীর সাথে টানাপোড়েনের জের হিসেবে এহেন পরকিয়া ২/৩ বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকলেও পরবর্তিতে তিনি চিকিৎসকের শরানপন্ন হন এবং স্ত্রীর সাথে সকল বিরোধ মিটিয়ে এখন সুখের সংসার করছেন।

আমেরিকার নির্বাচন ২০০৮

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মোট ডেলিগেট সংখ্যা ৪০৪৯। প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার টিকেট পেতে হলে প্রয়োজন ২০২৫ ডেলিগেটের সমর্থন। হিলারির চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি অঙ্গরাজ্যে জিতেছেন ওবামা। কিন্ত অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগুলোতে হিলারি জেতার কারণে ব্যাপক সংখ্যক ডেলিগেট ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে পারেননি তিনি। এখনো পর্যন্ত হিলারি পেয়েছেন ১৪৬৮ ডেলিগেটের সমর্থন। বিপরীতে ওবামার সমর্থন ১৫৭৮ ডেলিগেটের। উভয় ক্ষেত্রে সুপার ডেলিগেটদের হিসেব যোগ করা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যেসব ককাস ও প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে যেসব ডেলিগেট লাভ করছেন সেগুলো হচ্ছে 'প্লেজ্ড ডেলিগেট' বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডেলিগেট। অর্থাৎ প্রাইমারি বা ককাসে যে প্রার্থী যত ডেলিগেটের সমর্থন পাবেন তারা দলীয় কনভেনশনে প্রতিশ্রুত প্রার্থীকে সমর্থন করতে বাধ্য। এছাড়া আছে ৭৯৬ জন সুপার ডেলিগেট। এরা যে কাউকে যে কোনো সময় সমর্থন করতে পারেন আবার সমর্থন তুলে নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পাশেও দাঁড়াতে পারেন। ২০২৫ ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছাতে হিলারির প্রয়োজন এখনো ৫৫৭ ডেলিগেটের সমর্থন। ওবামার দরকার ৪৪৭। হিলারির পাশে দাঁড়িয়েছেন ২৪১ জন সুপার ডেলিগেট এবং ওবামা পেয়েছেন ২১১ সুপার ডেলিগেটের সমর্থন। এখনো পর্যন্ত ৩৪৪ জন সুপার ডেলিগেট তাদের সমর্থন ঘোষণা করেননি। ওবামা যদি জয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন তবে বাকি ৩৪৪ জন সুপার ডেলিগেটের সবাই যদি হিলারিকে সমর্থন করে তবুও হিলারির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। আগামী ২২ এপ্রিল ১৫৮ ডেলিগেট সমৃদ্ধ পেনসিলভানিয়া ও ৬ মে ইন্ডিয়ানা, নর্থ ক্যারোলিনাতে মোট ১৮৭ ডেলিগেটের জন্য প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ এ দুটি প্রাইমারির ৩৪৫ ডেলিগেট উভয়ের জন্য ফলাফল নির্ধারণী হয়ে উঠতে পারে। হিলারিকে টিকে থাকতে হলে আক্রমনাত্মক হয়ে এই ডেলিগেটের বেশিরভাগ জয় করে নিতে হবে। হিলারি যদি এই ৩৪৫ ডেলিগেটের ২৫০টির বেশি জিততে পারেন এবং অবশিষ্ট ৩৪৪ ডেলিগেটের অন্তত ৩০০ জনের সমর্থন লাভ করেন তবে তার মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন যুদ্ধে লড়াই করার স্বপ্ন পূরণ হবে।

হিলারির ভাগ্য খারাপ বলতে হবে। কারণ ৫ ফেব্রুয়ারি সুপার টুয়েসডের আগে প্রাইমারি অনুষ্ঠিত করার অপরাধে ফ্লোরিডা এবং মিশিগান অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি বাতিল করেছে ডেমোক্র্যাট পার্টি। অথচ ওই দুই অঙ্গরাজ্যে মোট ডেলিগেট ছিল ৩৬৬টি। এর মধ্যে হিলারি জিতেছিলেন ১৯৩টি। ওবামা জিতেছিলেন মাত্র ৭১টি। ওই ১৯৩ ডেলিগেট বাতিল না হলে হিলারির মোট ডেলিগেট হতো ১৬৬১ এবং ওবামার হত ১৬৪৯। অর্থাৎ ওবামার চেয়ে তিনি এগিয়ে থাকতেন। বাকি প্রাইমারিগুলোতে উভয়প্রার্থী সমান সমান ডেলিগেট লাভ করলে সুপার ডেলিগেটদের সমর্থন নিয়েও মনোনয়ন চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে বলে করতে পারছেন না ডেমোক্র্যাটরা। এদিকে ফ্লোরিডা ও মিশিগান তাদের ডেলিগেট বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। আপিলে জিতলে হিলারির সম্ভাবনা ওবামার চেয়ে বেশি থাকবে। আর পেনসিলভানিয়া, ইন্ডিয়ানা ও নর্থ ক্যারোলিনা যদি চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে না পারে তবে হয় ফ্লোরিডা ও মিশিগানের বিরুদ্ধে দেয়া শাস্তি তুলে নিতে হবে নয়তো নতুন করে নির্বাচন দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে হিলারিই লাভবান হবেন কারণ ওই দুটি অঙ্গরাজ্যে তার বিপুল জনপ্রিয়তা।

ডেলিগেট ইস্যু মিডিয়াতে বেশ ঝড় তুলেছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে কে কার সংগে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা করবে তা নির্ধারনে মিডিয়ায় অর্থাৎ কমিউনিটিতে এই ঝড়। প্রাইমারী এবং ককাসের এই প্রক্রিয়াটি একটু সহজভাবে তুলে ধরা যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেতে বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মনোনয়ন যুদ্ধে নেমেছিলেন সাবেক ফার্স্টলেডি হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন। তার প্রতিদ্বন্দ্বি তার তুলনায় স্বল্প পরিচিত ইলিনয়ের সিনেটর কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থী বারাক ওবামা। বেশিরভাগ লোকের ধারণা ছিল হিলারির কাছে পাত্তাই পাবেন না ওবামা। কারণ হিলারির তারকাখ্যাতির ধারেকাছেও নেই ওবামার অবস্থান। হিলারির নিজের যেমন আছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তেমনি কাছে থেকে দেখেছেন স্বামী বিল ক্লিনটনের দেশ পরিচালনা। নিউইয়র্ক সিনেটর হিলারিকে তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাইবে মার্কিন জনগণ এটাই ছিল 'গণ-কল্পনা'। কিন্ত সময় যত যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে লড়াই করার সম্ভাবনা হিলারির জন্য ততটা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বিপরীত অবস্থা বারাক ওবামার। একের পর এক অঙ্গরাজ্যে জিতে তার মনোবল এত বেড়ে গেছে যে হিলারি যেসব রাজ্যে জনপ্রিয় সেখানেও তিনি জয়ের 'আশা' প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘটেও গেছে তা! বাছাইপর্বের প্রতিটি নির্বাচন কেবল যেন ওবামার ভাগ্যকেই বেশি ভারি করছে।

খুব শীঘ্রই জানা যাবে প্রতিযোগিতার জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর নাম। নভেম্বরই বিশ্ব নেতৃত্বের অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানও ঠিক করে দেবে বিশ্ববাসীর সামনে। সামনে কঠিন সময়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অর্থনীতি, মানবতাবোধসহ ধর্মান্ধতা ও আগামী দিনগুলোর অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জ। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্সি ও তার দল কিভাবে তা মোকাবেলা করে তা এখনও শঙ্কাযুক্ত অনিশ্চিত বিষয়।

আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রত্যাশী ডেমোক্রেট ফ্রন্ট রানার বারাক ওবামা সাদা-কালোর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে এক কঠোর বাস্তবতা বলে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলবার পেনসেলভানিয়ায় এক ইলেকশন ক্যাম্পেইনে স্পর্শকাতর এ ইসুতে আবেগঘন বক্তৃতা দেন ওবামা। শ্বেতাঙ্গ মা ও কেনিয়ান মুসলিম বাবার কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান ওবামা বলেন, বহু বছর ধরে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে বর্ণবাদী বিভেদ চলছে। কৃষ্ণাঙ্গদের হৃদয়ে গভীর দুঃখবোধ ও ক্রোধ রয়েছে এবং পুরো আমেরিকাকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এ ইসুটিকে পাশ কাটিয়ে চলা যায় না বলেও মন্তব্য করেন ওবামা। যাজক রেভারেন্ড জেরেমিয়াহ রাইটের বিতর্কিত মন্তব্যগুলোকে 'আমেরিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা' বলে উল্লেখ করেন ওবামা। রাইট বলেছিলেন, আমেরিকার ভ্রান্ত ফরেন পলিসির কারণেই ২০০১ সালে টু ইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলে মনে করে না বলেও অভিযোগ করেন এ কৃষ্ণাঙ্গ যাজক। এ মন্তব্যের নিন্দা করে ওবামা বলেন, রাইটের বক্তব্য 'আত্মঘাতী ও ক্ষমার অযোগ্য'। আমেরিকায় শত শত বছরের বর্ণ বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে তা অবসানের জন্য পুরো জাতিকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান ওবামা। তিনি বলেন, বৈষম্যের শিকার কালোদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ রয়েছে এবং সেটা খুবই জোরালো এবং তা যথার্থও বটে। আজ সময় এসেছে বর্ণবাদী এ বৈষম্য অবসানের। সাদা ও কালো উভয় বর্ণের আমেরিকানদের সংকীর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সবার ওপরে মানবতাকে স্থান দেয়ার আহ্বান জানান ওবামা (৪৬)। তবে রাতারাতি এটা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সূত্র : বিবিসি, আল-জাজিরা অনলাইন

একুশ শতকের ভয়াবহ সাতটি পাপ

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর প্রায় সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। যেমনটা হয়েছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের ক্ষেত্রে। প্রাচীনকালের সপ্তম আশ্চর্য একুশ শতকে এসে আপডেট হয়েছে। একইভাবে পাপের ক্ষেত্রেও ঘটেছে পরিবর্তন। আগে জঘন্য পাপ বলতে অহঙ্কার, লোভ, কাম-রিপু, ক্রোধ বা আলস্য প্রভৃতিকে বোঝানো হতো। কিন্তু এখন পরিবেশ দূষণ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ড্রাগস গ্রহণের মতো জটিল পাপাচার শুরু হয়েছে। ভ্যাটিকান সিটির ক্যাথলিক চার্চ একুশ শতকের জন্য এ ধরনের সাতটি ভয়াবহ পাপের তালিকা প্রকাশ করেছে।
অ্যাপস্টলিক পেনিটেনশিয়ারির প্রধান জিয়ানফ্রাঙ্কো গিরটি ভ্যাটিকান নিউজ পেপার এল'ওসাভেটর রোমানোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নতুন সাতটি পাপ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, এ সময়ের পরিবেশ দূষণ, অশ্লীলতা, ড্রাগ গ্রহণ, গর্ভপাত, শিশু বলাৎকার, জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট এবং সামাজিক অবিচার– এ সাতটি পাপ একুশ শতকের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। তার মতে, এগুলো মানব মনকে দুর্বল করে দেয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাছাড়া নতুন এ পাপগুলো ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানও বাড়ায়।
তবে প্রাচীন প্রবাদ 'ধনী আরো ধনী, গরিব আরো গরিব'-এর মতো সামাজিক অবিচারকেও এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় নতুন তালিকা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।
বর্তমানে কিভাবে সৃষ্টিকর্তার আইন লজ্জিত হচ্ছে এল'ওসাভেটর রোমানোর পত্রিকার এ জিজ্ঞাসার জবাবে জিয়ানফ্রাঙ্কো গিরটি বলেন, নতুন পাপের মাধ্যমে। তিনি বলেন, ষষ্ঠ শতকে পোপ গ্রেগরির নির্দিষ্ট করে দেয়া অহঙ্কার, ঈর্ষা, লোভ, ক্রোধ ও আলস্য প্রভৃতি ছিল ব্যক্তিগত পরিসরের পাপ। এগুলো অন্যদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারতো না ।
নতুন পাপের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিশ্বায়নের ফলে ব্যক্তিগত পাপের পরিধি এখন সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তির পাপ অনুরণিত হয়ে বরং সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে।
তবে ভ্যাটিকানের মডার্ন পাপের তালিকা নতুন ঘটনা নয়। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে ড্রাইভারদের জন্য 'টেন কমান্ডমেন্টস' বা দশ করণীয় প্রকাশ করেন ভ্যাটিকান পুরোহিতরা। এতে রোডে বাড়াবাড়ি, অ্যালকোহল গ্রহণ কিংবা গাড়ির বেপরোয়া গতি বৃদ্ধিকেও পাপ বলা হয়েছে।
সূত্র : দি সিডনি মর্নিং হেরাল্ড, এপি (যাযাদি ডেস্ক)

আনন্দঘন মূহুর্তে কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে লস এঞ্জেলেস প্রবাসীদের আড্ডা।- ছবি- একুশ।

"এইতো আমরা" মারির টক শো

২১ টিউব এর ভেন্টুরা স্টুডিওতে রীতিমত স্থানীয় শিল্পীসহ উপস্থাপক মারি তার টক শো'র রিহার্সেল শুরু করেছেন। মূলত আমাদেন জীবনধারার মূল্যায়ন এবং অবমূল্যায়ন, আমরা দেশ ও জাতির জন্যে কি করছি এই নিয়েই খুব শীঘ্রই ২১ টিউবসহ বাংলাদেশ মিডিয়ায় প্রচার হবে বলে প্রযোজক জনাব হাসান জানান।